দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

17

প্রশ্ন কম ঃ নোয়াখালীতে শিক্ষক নিয়োগে পরীক্ষা হতে পারেনি

নোয়াখালী, ১৮ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– আজ নোয়াখালীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রশ্ন ও উত্তরপত্র না পাওয়ায় পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে বলে স্থানীয় জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ৬০২ জন প্রার্থীর আবেদনপত্র যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আজ নোয়াখালী জিলা স্কুলে সকাল ১০টায় প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। ৫০৫ জন প্রার্থী

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৫

পরীক্ষা ঃ হতে পারেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। স্থানীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের আধ ঘন্টা আগে প্রশ্ন ও উত্তরপত্রের সীলগালা করা বাক্সটি খুলে দেখেন প্রশ্ন ও উত্তরপত্রের ২১টি প্যাকেটের মধ্যে ১০টি প্যাকেট নেই। এ প্রতিটি প্যাকেটে ৩০টি করে প্রশ্ন ও উত্তরপত্র রয়েছে। এ প্যাকেটগুলো সীলগালা করা বাক্সে করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ঢাকা থেকে এখানে পাঠানো হয়েছে। এর সাথে প্রেরিত ফরোয়ার্ডিং লেটারে বাক্সের ভেতরে ২১টি প্যাকেটে ৬৩০টি প্রশ্ন ও উত্তরপত্র রয়েছে বলে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে ৩৩০টি প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পাওয়া গেছে। ফলে প্রশ্ন ও উত্তরপত্রের অভাবে ৫০৫ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের পর স্থানীয় সিদ্ধান্তে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেন। এরপর পরীক্ষার্থীদের একটি প্রতিবাদ মিছিল নোয়াখালী জেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে তারা একই সময়ে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহ বাতিলের দাবি জানান।